গবেষণা সিরিজ-১৫

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে

বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে

বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা

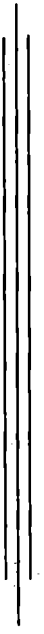

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক

কুরআন গবেষণা ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮, মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ জুন ২০০৩
৩য় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ

আম্মার কম্পিউটার্স
৩৭/এ দক্ষিণ শাহজাহানপুর
ঢাকা ১২১৭
যোগাযোগঃ ০১৯১২-৯৭০০৬২

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ২৮.০০ টাকা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎস –	৭
	❖ আল-কুরআন	৭
	❖ আল-হাদীস	৮
	❖ বিবেক-বুদ্ধি	৯
৩.	মূল বিষয়	১৭
৪.	ঈমানের সংজ্ঞা	১৮
৫.	আমলে সালেহের সংজ্ঞা	১৯
৬.	ঈমান ছাড়া আমলে সালেহ কবুল হওয়া না হওয়া	১৯
৭.	ঈমান আমলে সালেহ কবুল না হওয়ার পূর্বশর্ত হওয়ার কারণ	২২
৮.	আমল অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ	২৪
৯.	আমলে সালেহ ছেড়ে দেয়ার পর গুনাহ হওয়া না হওয়া বা হলে কী ধরনের গুনাহ হবে তা যে সকল শর্তের উপর নির্ভরশীল	৩৩
১০.	যে অবস্থায় আমলে সালেহ ছেড়ে দিলে মু'মিনের কোন গুনাহ হবে না	৩৩
১১.	যে অবস্থায় আমলে সালেহ ছেড়ে দিলে মু'মিনের ছগীরা গুনাহ হবে	৩৪
১২.	যে অবস্থায় আমলে সালেহ ছাড়লে মু'মিনের কবীরা গুনাহ হবে	৩৪
১৩.	যে অবস্থায় আমলে সালেহ ছাড়লে মু'মিনের মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহ হবে	৩৪
১৪.	যে অবস্থায় আমল ছাড়লে মু'মিনের কুফরীর গুনাহ হবে	৩৫
১৫.	ইসলামে গুনাহ মাফ হওয়ার উপায় সমূহ	৩৫
১৬.	ঈমান থাকলে সরাসরিভাবে বেহেশত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসসমূহ	৩৮
১৭.	হাদীস সমূহের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৪৫
১৮.	আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৭
১৯.	সৎ বা মানব কল্যাণমূলক কাজ করা অমুসলিমদের পরকালীন অবস্থা	৪৭
২০.	শেষ কথা	৫৩

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের

www.pathagar.com

প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বললেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'
(২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

www.pathagar.com

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

بِهِ لِتُنْذِرَ مِنْهُ حَرَجٌ صَدْرِكَ فِي يَكُنْ فَلَا إِلَيْكَ أُنْزِلَ كِتَابٌ

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

www.pathagar.com

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ২০.০৩.২০০৩ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

www.pathagar.com

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক

www.pathagar.com

অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক

www.pathagar.com

বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকেই বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে। আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে-

عَنْ تَسْأَلُ جِئْتَ (ض ر) لِوَابِصَةَ السَّلَامُ وَ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِ قَالَ وَ وَ صَدْرَهُ بِهَا فَضَرَبَ أَصَابِعَهُ فَجَمَعَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْإِثْمِ وَ الْبِرِّ بِإِلَيْ اطْمَأَنَّتْ مَا الْبِرُّ ثَلَاثًا قَلْبَكَ اسْتَفْتِ وَ نَفْسَكَ اِسْتَفْتِ قَالَ فِي تَرَدَّدَ وَ النَّفْسِ فِي حَاكَ مَا الْإِثْمُ وَ الْقَلْبُ اِلَيْهِ اطْمَأَنَّ وَ النَّفْسُ النَّاسُ اَفْتَاكَ اِنْ وَ الصَّدْرِ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং

www.pathagar.com

বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اِنْ ، يَعْقِلُوْنَ لاَ ، تَعْقِلُوْنَ لَعَلَّكُمْ ، تَعْقِلُوْنَ .تَعْقِلُوْنَ كُنْتُمْ اَفَلا

ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

يَعْقِلُونَ لَا الَّذِينَ الْبُكْمُ الصُّمُّ اللَّهِ عِنْدَ الدَّوَابِّ شَرَّ إِنَّ

www.pathagar.com

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

يَعْقِلُونَ لَا الَّذِينَ عَلَى الرِّجْسَ وَيَجْعَلُ

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

السَّعِيرِ أَصْحَابِ فِي كُنَّا مَا نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ كُنَّا لَوْ وَقَالُوا

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.)

www.pathagar.com

তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'।

(তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়,

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

www.pathagar.com

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা 'বুরাক' নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কের (Computer disk) ন্যায় কোনকিছুতে সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

www.pathagar.com

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যেও সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য

www.pathagar.com

আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.)ও সুন্নাহর মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

www.pathagar.com

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

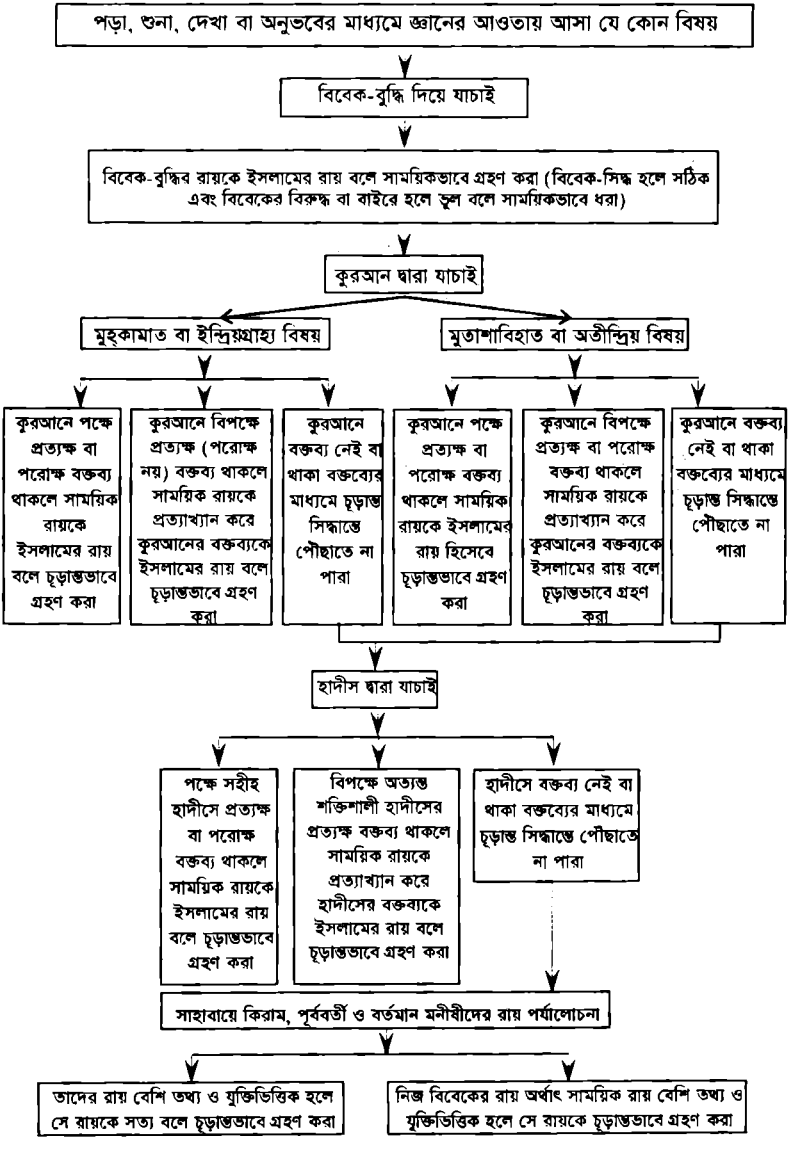

www.pathagar.com

মূল বিষয়

হাদীস গ্রন্থসমূহে ঈমানের সাথে বেহেশত পাওয়ার না পাওয়ার সম্পর্ক বর্ণনাকারী বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ আছে। ঐ হাদীসগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

ক. 'ঈমান থাকলেই সরাসরি বেহেশত পাওয়া যাবে'- এ ধরনের বক্তব্যসম্বলিত হাদীস।

খ. 'ঈমান থাকলে দোযখে যাওয়ার মত বড় গুনাহ করলেও কিছুকাল দোযখে থাকার পর আল্লাহর সরাসরি ইচ্ছা বা অন্যের শাফায়াতের মাধ্যমে চিরকালের জন্যে বেহেশত পাওয়া যাবে'-এ ধরনের বক্তব্যসম্বলিত হাদীস।

ঐ সকল হাদীস থেকে উৎপত্তি হওয়া অসতর্ক ধারণার কারণে বর্তমান বিশ্বে অসংখ্য ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি, ইসলামের যে আমল করতে ব্যক্তিগত ত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার করা লাগে, তা থেকে এটি ভেবে দূরে থাকছে যে-ঈমান যখন আছে তখন তো সরাসরি বা একদিন না একদিন বেহেশতে যাবই, তাই ত্যাগ স্বীকার করা বা কষ্টের আমল করার দরকার নেই। আর এর ফলস্বরূপ মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তথা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা এবং নবী-রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা, কঠিন বা অসম্ভব হচ্ছে।

এটি একটি বাস্তব অবস্থা। সমাজে যারা চোখ খুলে চলাফেরা করে তাদের কেউ এটি অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। তাই ঐ সকল হাদীস পর্যলোচনা করে সঠিক তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরা আজ সময়ের দাবি।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথম ধরনের হাদীস তথা যে সকল হাদীস থেকে 'ঈমান থাকলেই সরাসরি বেহেশত পাওয়া যাবে' বলে ধারণা হয়, সে সকল হাদীসে রাসূল (সা.) প্রকৃতভাবে কী বলেছেন বা বুঝিয়েছেন, তা কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে পর্যলোচনা

www.pathagar.com

করে জাতির সামনে উপস্থাপন করা। আর এর মাধ্যমে জাতিকে ঐ হাদীসগুলো থেকে উৎপত্তি হওয়া অসতর্ক ধারণার মহাক্ষতি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা।

আর যে সকল হাদীস থেকে ধারণা পাওয়া যায় 'ঈমান থাকলে দোযখে যাওয়ার মত গুনাহ করলেও কিছুকাল দোযখে থাকার পর আল্লাহর সরাসরি ইচ্ছা বা অন্য কারো শাফায়াতের মাধ্যমে চিরকালের জন্যে বেহেশত পাওয়া যাবে'-সে হাদীসগুলোর প্রকৃত অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি, 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' নামক বইটিতে।

ঈমানের সংজ্ঞা (Definition)

কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী ঈমান তথা 'ঈমান আনা' আমলটির সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে- কালেমা তাইয়্যেবা অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ কালেমাটি মুখে উচ্চারণ করা এবং ব্যাখ্যাসহ তার অর্থটি অন্তরে বিশ্বাস করা।

কালেমা তাইয়্যেবার সরল অর্থ হচ্ছে-'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল'। আর কালেমাটির অত্যন্ত সাধারণ ব্যাখ্যা হচ্ছে—মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করে পরকালীন অনন্ত জীবনের সফলতা অর্জনের জন্যে, সকল নির্ভুল তথ্য, বিধি-বিধান দেয়ার ও সকল প্রয়োজন পূরণের একমাত্র স্বাধীন সত্তা মহান আল্লাহ। ঐ সকল তথ্য ও বিধি-বিধান তিনি তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তি মুহম্মাদ (সা.) কে কুরআন এবং সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়েছেন। মুহাম্মাদ স. ঐ সকল বিষয় যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন সেটিই হল তা বাস্তবায়নের একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি।

তাহলে 'ঈমান আনা' আমলটির দ্বারা বুঝায়, কালেমা তাইয়্যেবাটি মুখে উচ্চারণ করা এবং কালেমাটির উপরোক্ত অর্থ ও ব্যাখ্যা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা।

www.pathagar.com

'আমলে সালেহের' সংজ্ঞা (Definition)

ইসলামের করণীয় কাজ করা এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে থাকাকে আমলে সালেহ বা সৎ কাজ বলে।

আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনকে প্রকৃতভাবে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করার জন্যে করণীয় ও নিষিদ্ধ, ছোট বা বড় সকল কাজ আমলে সালেহের অন্তর্ভুক্ত।

ঈমান ব্যতীত আমলে সালেহ কবুল হওয়া না হওয়া

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يُخَفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا.

অর্থঃ আর (পরকালে) যুলুম বা হক নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না সেই ব্যক্তির যে আমলে সালেহ (সৎ কাজ) করবে এবং সাথে সাথে মু'মিন হবে। (ত্বাহা : ১১২)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতেকারীমার মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, পরকালে শাস্তি পাওয়া বা পাওনা নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না শুধু সেই আমলে সালেহকারীদের, যাদের ঈমান থাকবে। অর্থাৎ ঈমান ছাড়া যারা সৎ কাজ করবে, পরকালে তাদের শাস্তি পেতে হবে এবং সৎ কাজ করার জন্যে যে পুরস্কার তাদের পাওয়ার হক ছিল, সে হক থেকে তাদের বঞ্চিত হতে হবে। সুতরাং এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আমলে সালেহ গ্রহণযোগ্য বা কবুল হতে হলে ঈমান অবশ্যই থাকতে হবে।

তথ্য-২

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থঃ যে ব্যক্তিই সৎ কাজ করবে, পুরুষ হোক বা নারী হোক-সে যদি মু'মিন হয় তবে তাকে দুনিয়ার পবিত্র জীবন-যাপন করাব এবং (পরকালে) তার উত্তম কাজের জন্যে প্রাপ্য পুরস্কার দেব। (নাহল : ৯৭)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের মাধ্যমেও মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, আমলে সালেহকারী পুরুষ হোক আর মহিলা হোক, তার যদি ঈমান থাকে, তবে দুনিয়াতে আল্লাহ তাকে পবিত্র জীবন দিবেন এবং পরকালে তাকে ঐ কাজের জন্যে যোগ্য পুরস্কার দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ এখানেও জানিয়ে দিয়েছেন, আমলে সালেহের সাথে ঈমান থাকলেই শুধু দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে যোগ্য পুরস্কার পাওয়া যাবে।

তথ্য-৩

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ج وَاِنَّا لَهُ كَاتِبُوْنَ.

অর্থ: এখন যে লোক সৎকাজ করবে এবং মু'মিন হবে তার কোন প্রচেষ্টাই (কাজই) অস্বীকার করা হবে না এবং আমি তা লিখে রাখি। (আম্বিয়া:৯৪)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে এবং সাথে সাথে মু'মিন হবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের দাবির সাথে সঙ্গতি রেখে সৎকাজ করবে, তার কোন চেষ্টা-সাধনাই অস্বীকার করা হবে না। অর্থাৎ তার সকল চেষ্টা-সাধনা কবুল করা হবে। তাই এ আয়াত থেকেও পরোক্ষভাবে বুঝা যায়, আমলে সালেহের সাথে ঈমান না থাকলে ঐ আমল অস্বীকার করা হবে এবং তার জন্যে মানুষ কোন পুরস্কার পাবে না।

তথ্য-৪

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ: আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, তাদের (ছোট-খাট) গুনাহ মাফ করে দিব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের প্রতিফল দিব। (আন-কাবুত : ৭)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ বলেছেন, যারা ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, তাদের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং সৎ কাজের পুরস্কার দিবেন। লক্ষণীয় যে, আল্লাহ 'ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে' বলেছেন, ঈমান আনবে অথবা সৎ কাজ করবে বলেননি। তাই এখান

www.pathagar.com

থেকেও বুঝা যায়, সৎ কাজের সঙ্গে ঈমান থাকলে তাদের ছোট-খাট গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন এবং তাদের ঐ কাজের পুরস্কার দিবেন। অতএব বুঝা যায়, যারা ঈমান ছাড়া সৎ কাজ করবে তাদের ঐ কাজের কোন পুরস্কার দেয়া হবে না এবং তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। অর্থাৎ সৎ কাজ কবুল হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত।

তথ্য-৫

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ: যারা ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে তাদের প্রতি আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে, তাদের (ছোট-খাট ভুল-ভ্রান্তি বা গুনাহ) মাফ করে দেয়া হবে এবং বিরাট প্রতিফল বা পুরস্কার দেয়া হবে। (মায়েদা : ৯)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, যারা ঈমান আনবে এবং (অথবা নয়) আমলে সালেহ করবে, তাদের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তাদের ঐ আমলে সালেহের জন্যে অনেক বড় পুরস্কার দিবেন। এখান থেকেও বুঝা যায়, আমলে সালেহ করে ক্ষমা ও পুরস্কার পেতে হলে তার সঙ্গে ঈমান থাকা লাগবে।

তথ্য-৬

انَّ الإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ. الاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অর্থ: নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে এবং একে অপরকে সত্য উপদেশ ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দেয়। (আসর : ২,৩)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ বলেছেন, যারা ঈমান এনেছে এবং (অথবা নয়) আমলে সালেহ করেছে, তারা ছাড়া অন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। সুতরাং এ আয়াত দু'খানি থেকেও বুঝা যায়, আমলে সালেহের সঙ্গে ঈমান না থাকলে সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

❑❑ এভাবে আল-কুরআনের যত স্থানে আমলে সালেহের জন্যে পুরস্কার, সওয়াব বা বেহেশতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেখানে আমলে সালেহের সঙ্গে ঈমান থাকার কথা কোন না কোনভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কোথাও শুধু আমলে সালেহের জন্যে পুরস্কার বা বেহেশতের ঘোষণা দেয়া হয়নি।

www.pathagar.com

৫০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে পরিষ্কারভাবে জানা ও বুঝা যায় কাফির ব্যক্তি তাদের কৃত সৎকাজের জন্যে পরকালে কোন পুরস্কার পাবে না। অর্থাৎ ঈমান ছাড়া কেউ তার কৃত সৎকাজের কোন পুরস্কার পরকালে পাবে না।

❑❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে তাই পরিষ্কারভাবে জানা ও বুঝা যায়, ঈমান ছাড়া কোন আমলে সালেহ তথা সৎকাজ আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। তাই ঐ সৎকাজের কোন পুরস্কারও পরকালে মিলবে না।

ঈমান আমলে সালেহ কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হওয়ার কারণ

অহরহ এ প্রশ্নটি শুনা যায় বা মানুষের মনে উদয় হয় যে, একজন অমুসলিম (ইহুদী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ইত্যাদি), যে মানুষের কল্যাণের জন্যে কিছু বা অনেক ভাল কাজ করছে, সে বেহেশতে কেন যাবে না বা সে বেহেশত কেন পাবে না? প্রশ্নটির উত্তর জানা ও বুঝা তেমন কঠিন নয়। আর তা জানা ও বুঝা সহজ হবে, ঈমান আমলে সালেহ কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হওয়ার কারণগুলো জানতে ও বুঝতে পারলে। বিষয়টি প্রত্যেক ঈমানদারের নিজের মনের প্রশান্তি ও অপরের প্রশ্নের সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেয়ার জন্যে ভালভাবে জানা ও বুঝা দরকার।

আল্লাহ চান সকল মানুষ দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করে আখিরাতের জীবনে অনন্ত সুখ-শান্তি লাভ করুক। আর মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ জানেন পুরুষ, নারী, ধনী, গরিব, উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, কালো, সাদা এবং বিভিন্ন বংশ, গোত্র, জাতি বা দেশে জন্মগ্রহণ করা সকল মানুষের জীবনের সকল (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, পারলৌকিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি) দিকে সমানভাবে কল্যাণকর, চিরসত্য তথ্য ও বিধি-বিধান দেয়ার জন্যে যে জ্ঞান ও গুণ থাকা দরকার তা মানুষের নেই বা তা মানুষকে দেয়া হয়নি।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ এটিও জানেন মানুষ যদি তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে জীবনের সকল দিকের তথ্য ও বিধি-বিধান তৈরী করে তবে তাতে অনেক মৌলিক ভুল থাকবে। ঐ ভুল তথ্য ও বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবনের বিভিন্ন দিক পরিচালনা করলে জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল না হয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। কারণ কোন বিষয়ে মৌলিক একটিও ভুল থাকলে ঐ বিষয়টি পুরোপুরি (১০০%) ব্যর্থ হয় এটি আল্লাহর নিজের তৈরী একটি প্রাকৃতিক আইন (Natural law)। এ জন্যেই মহান আল্লাহ ঈমান আনাকে আমল কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত করেছেন। কারণ যারা ঈমান আনবে তারা জীবনের সকল দিকের তথ্য ও বিধি-বিধান গ্রহণ করবে নির্ভুল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এবং তারা ঐ তথ্য ও বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করবে রাসূল স. এর দেখিয়ে দেয়া নির্ভুল পদ্ধতি অনুযায়ী। ফলে তাদের জীবন সকল দিক দিয়ে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে।

আর যারা ঈমান আনবে না তারা জীবনের সকল দিকের তথ্য ও বিধি-বিধান গ্রহণ করবে এমন সব উৎস থেকে যাতে অনেক মৌলিক ভুল থাকবে। ফলে তাদের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল না হয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।

তবে মহান আল্লাহ ঈমান আনার ব্যাপারে কাউকে জোর-জবরদস্তি করতে নিষেধ করেছেন। কারণ জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মন দিয়ে বা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করানো যায় না। ইসলাম চায় প্রত্যেক ঈমানদার মনের থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামের সকল আমলে সালেহ বাস্তবায়ন করুক। তাই ঈমান আনার জন্যে উদ্বুদ্ধ করার ইসলাম সম্মত পদ্ধতি হল আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, জ্ঞান, ক্ষমতা, যোগ্যতা, মানুষের জন্যে কল্যাণ কামনাকারী সত্তা হওয়া, কুরআন আল্লাহর কিতাব তথা নির্ভুল কিতাব হওয়া, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল হওয়া, ইসলামের সকল বিধি-বিধান মানুষের দুনিয়ার জীবনের জন্যে কল্যাণকর হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো যুক্তির মাধ্যমে একজনের সামনে উপস্থাপন করা। যাতে বিষয়গুলো সন্তুষ্টচিত্তে সে মেনে নিতে পারে এবং মনের প্রশান্তি সহকারে ও দৃঢ়পদে তা আমল করতে পারে।

www.pathagar.com

আমল অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ

বিবেক-বুদ্ধি

বিবেক-বুদ্ধির চিরসত্য (Eternal Truth) রায় হচ্ছে কোন ব্যক্তি যদি একটি বিষয় বিশ্বাস করে, তবে সেটি তার কথা ও কাজে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ ব্যক্তির ঐ বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল কথা ও কাজ প্রমাণ দিবে যে, সে অন্তরে বিষয়টি বিশ্বাস করে। তাই যদি দেখা যায় কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে তথা ওজর (Excuse) ও অনুশোচনা ছাড়া কোন বিষয়ের বিরুদ্ধ কথা বলছে বা কাজ করছে, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, সে ঐ বিষয়টি অন্তরে বিশ্বাস করে না।

ঈমান হল কালেমা তৈয়েবার অর্থসহ ব্যাখ্যাটি অন্তরে বিশ্বাস করা। তাহলে বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সহজেই বলা যায় কোন ব্যক্তি অন্তরে ঈমান এনেছে কিনা তা বোঝা যাবে তার কথা ও কাজ দেখে। যদি দেখা যায় ব্যক্তিটি ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশী মনে তথা কোন ওজর ও অনুশোচনা ছাড়া ঈমানের দাবী বিরুদ্ধ কোন কাজ করছে বা কথা বলছে তা হলে বুঝতে হবে ব্যক্তির অন্তরে ঈমান নেই। সে যদি ঈমানের দাবীদার হয় তবে সে মুনাফেক। তাই বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সহজেই বোঝা যায় আমল হল অন্তরে ঈমান থাকা না থাকার প্রমাণ।

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ آمَنَّا بِاللهِ وَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থঃ মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) তারা ঈমানদার নয় বা ঈমান আনেনি।

(বাকারা : ৮)

ব্যাখ্যাঃ এখানে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের মধ্যে এমন অনেকেই আছে বা থাকবে, যারা মুখে ঈমানের দাবি করলেও অন্তরে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ তারা মুনাফিক। তবে এ ধরনের ব্যক্তি আসলে অন্তরে ঈমান এনেছে কিনা তা কিভাবে প্রমাণিত হবে বা বুঝা যাবে, সে ব্যাপারে এখানে কিছু বলা হয়নি।

www.pathagar.com

তথ্য-২

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ: যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর (বাধ্য হয়ে) কোন কুফরী কথা বা কাজ করে অথচ অন্তরে সে ঈমানের প্রতি দৃঢ় আস্থাবান থাকে (তবে তার কোন গুনাহ নেই)। কিন্তু যে মনের সন্তোষসহকারে কুফরী কথা বা কাজ করে তার উপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হবে। এদের জন্যে রয়েছে কঠিনতম আযাব। (নাহাল : ১০৬)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ঈমানদার ওজরের কারণে বাধ্য হয়ে কোন কুফরী কথা বা আমল করলে তাতে তার কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি মনের সন্তোষসহকারে তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশী মনে কুফরী কথা বললে বা কাজ করলে তাকে কাফির বা মুনাফিক বলে গণ্য করা হবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখান থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় আমল ছাড়ার ধরন প্রমাণ করবে অন্তরে ঈমান আছে কি নেই। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশীমনে আমল ছাড়লে প্রমাণিত হবে যে অন্তরে ঈমান নেই। আর ওজরের কারণে অনুশোচনাসহকারে আমল ছাড়লে প্রমাণিত হবে অন্তরে ঈমান আছে।

তথ্য-২

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ.

অর্থ: মানুষেরা কি মনে করেছে যে, ঈমান এনেছি এ কথাটি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? অথচ তাদের পূর্বে যারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে, তাদের সকলকেই আমি (আমলের মাধ্যমে) পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই (আমলের মাধ্যমে) পরীক্ষা করে জেনে নিতে হবে, কে (ঈমানের ব্যাপারে) সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। (আন-কাবুত : ২)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, কালেমা তৈয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যমে ঈমানের দাবিদার সকলকে কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, সে ঈমান আনার ব্যাপারে সত্যবাদী। যার সকল কাজ ঈমানের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিশীল হবে, সে পরীক্ষায় পাস করবে অর্থাৎ সে অন্তরেও ঈমান এনেছে বলে প্রমাণিত হবে। আর যার কাজ ঈমানের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিশীল হবে না বা বিপরীত হবে, সে পরীক্ষায় ফেল করেছে বলে ধরা হবে। অর্থাৎ প্রমাণিত হবে, মুখে ঈমান আনার দাবি করলেও অন্তরে সে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ সে মুনাফিক।

তথ্য-৩

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلٰئِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۚ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۚ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

অর্থ: তোমরা মুখ পূর্ব দিক করলে না পশ্চিম দিক করলে, এটি কোন সওয়াবের (কল্যাণের) কাজ নয়, বরং কল্যাণের কাজ সে-ই করে যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের বিশ্বাস করে। আর শুধু আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে ব্যয় করে এবং নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ওয়াদা করলে তা পূরণ করে, দরিদ্রতা, বিপদ-আপদ ও হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সময় হকের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করে। এরাই (ঈমানের ব্যাপারে) সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী। (বাকারা:১৭৭)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ আয়াতেকারীমাটিতে মহান আল্লাহ প্রথমে বলেছেন, নামাজের সময় মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরানো অর্থাৎ শুধু অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোন সওয়াব নেই। এরপর তিনি যে সকল কাজে সওয়াব আছে, তার কয়েকটির নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে-

ক. আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনা,
খ. শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ধন-সম্পদ গরিব আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে ব্যয় করা,
গ. নামাজ কায়েম করা,
ঘ. জাকাত আদায় করা,
ঙ. ওয়াদা করলে তা পূরণ করা এবং
চ. দারিদ্র্য, বিপদ-আপদ ও হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সময় হকের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা তথা দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকা।

আয়াতখানির শেষে আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তিরা খ. গ. ঘ. ঙ. ও চ. বিভাগের কাজগুলি করে, তারাই শুধু ঈমান আনা দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী এবং প্রকৃত মুত্তাকী। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এই আয়াতেকারীমার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, যে সকল কাজ তিনি পালন করতে আদেশ দিয়েছেন বা নিষেধ করেছেন এবং ঐ কাজগুলো যেভাবে তিনি পালন করতে বলেছেন, সেভাবেই যারা তা পালন করবে, শুধু তারাই ঈমানের দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী ও প্রকৃত মুত্তাকী। আর যারা তা করবে না, তারা ঈমানদার ও মুত্তাকী নয়। অর্থাৎ এক ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার ও মুত্তাকী কিনা, তা তার কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। যদি সে তা প্রমাণ করতে না পারে তবে বুঝতে হবে, মুখে দাবি করলেও সে অন্তরে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ সে মুনাফিক।

তথ্য-৪

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ط وَ لَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَالَمْ يَنَالُوْا ج

www.pathagar.com

অর্থ: আল্লাহর নামে কসম খায় যে, তারা (সে কথা) বলেনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা কুফরি কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরি অবলম্বন করেছে। আর তারা সে সব কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল, যা তারা করতে পারেনি। (তওবা : ৭৪)

ব্যাখ্যা: এখানে ইসলাম গ্রহণের পর তথা ঈমান আনার পর (ইচ্ছাকৃতভাবে) কুফরি কথা তথা ইসলাম বিরুদ্ধ কথা বলাকে কাফির তথা মুনাফিক বলে গণ্য হওয়ার বিষয় বলে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

তথ্য-৫

وَاِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا ج وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ لا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ.

অর্থ: তারা যখন ঈমানদারদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু যখন তাদের শয়তান বন্ধুদের সঙ্গে নিরিবিলিতে মিলিত হয়, তখন তারা বলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) ঠাট্টা-উপহাস করি মাত্র। (বাকারা : ১৪)

ব্যাখ্যা: এখান থেকে বুঝা যায়, মুনাফিকির একটি বিষয় হচ্ছে ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা। অর্থাৎ ঈমানের দাবিদার কেউ ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করলে তাকে মুনাফিক বলে গণ্য হতে হবে।

তথ্য-৬

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ.

অর্থ: (এটা) এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয়কে অপছন্দকারী ব্যক্তিদের বলে কিছু কিছু বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করব। (মুহাম্মাদ : ২৬)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে কারীমার আগের আয়াতখানিতে (২৫ নং) আল্লাহ এক ধরনের আচরণ অর্থাৎ আল্লাহর নাযিল করা বিষয়ের (ইসলামের) কিছু অনুসরণ করা আর কিছু অনুসরণ না করাকে শয়তানের পছন্দনীয় আচরণ বলে উল্লেখ করেছেন। আর পরের দু'টি (২৭ ও ২৮ নং) আয়াতে আল্লাহ

www.pathagar.com

বলেছেন, যারা ইসলামের ব্যাপারে (ইচ্ছাকৃতভাবে) ঐ রকম আচরণ করবে, তাদের সকল আমল বিনষ্ট বা বিফল করে দিবেন এবং তাদের শাস্তি পেতে হবে।

এখান থেকে তাই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, ঈমান আনার দাবি করলেও যারা ইসলামের কিছু বিষয় অনুসরণ করবে আর কিছু বিষয় (ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশী মনে) অমান্য করবে বা অনুসরণ করবে না, তারা আল্লাহর নিকট মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর তাই তাদের শাস্তি পেতে হবে।

❑❑❑ আল-কুরআনের উল্লিখিত এ তথ্যসমূহ এবং এ ধরনের আরো অনেক তথ্য থেকে সহজেই বোঝা যায় যে আমল হল অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ। তাই যে ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশীমনে ঈমানের দাবী বিরুদ্ধ কোন কথা বলবে বা কাজ করবে সে কাফির বা মুনাফিক বলে গণ্য হবে।

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ أَبِيْ سَعِيد الْخُدْرِيْ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. (مسلم)

অর্থঃ আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা নিজ হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে সে যেন নিজের অন্তরে তা ঘৃণা করে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ অন্যায়কে প্রতিরোধ করা ইসলামের অত্যন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি আমলে সালেহ। হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন- অন্যায়কে শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। ওজরের কারণে তা না পারলে মুখে তার প্রতিবাদ করতে হবে। ওজরের কারণে তাও না পারলে মনে তা ঘৃণা করতে হবে। শেষে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন ঐ ঘৃণা

www.pathagar.com

হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতার স্তর। অর্থাৎ অন্যায় দেখে যার মনে ঘৃণাও হবে না তার ঈমান নেই। ঈমানের দাবিদার হলে সে হবে মুনাফিক।

আমল না করতে পারার জন্যে যার মনে ঘৃণা হবে তার মনে অনুশোচনাও হবে। আর যার অনুশোচনা হবে সে ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে চেষ্টাও করবে।

সুতরাং হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি যদি কোন রকম ওজর, অনুশোচনা বা উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে খুশি মনে, একটি আমলে সালেহও ছেড়ে দেয় তবে সে মুনাফিক বলে গণ্য হবে। হাদীসখানি থেকে তাই সহজেই বোঝা যায় আমল ছাড়ার ধরন প্রমাণ করবে যে ব্যক্তির অন্তরে ঈমান আছে কি নেই।

তথ্য-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা ও ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও কাজ। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা-ছবি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধন-সম্পদ ইত্যাদি দেখেন না। তিনি দেখেন অন্তর অর্থাৎ মনে কালেমা তৈয়্যেবার বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাসের প্রমাণস্বরূপ বাস্তব আমল।

তথ্য-৩

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الاِيْمَانُ بِالتَّمَنِّيْ وَلاَ بِالتَّحْلِيْ وَلَكِنْ هُوَ مَا وَقَرَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ.

অর্থঃ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, মু'মিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং মু'মিনের মত অবয়ব বানিয়ে নিলেই ঈমান সৃষ্টি হয় না। বরং তা (সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস) যা হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং যাবতীয় কাজ তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, ঈমান শুধু কালেমা তৈয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করা ও চেহারা-ছবি বা পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু পরিবর্তনের নাম নয় বরং তা হচ্ছে কলেমা তৈয়্যেবা ব্যাখ্যাসহ অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং বাস্তব আমলের মাধ্যমে সে বিশ্বাসের প্রমাণ দেখান।

তথ্য-৪

وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের প্রবৃত্তিকে (খেয়াল-খুশিকে) আমার আনীত বিধানের অধীন না করে।

(মেশকাত)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসখানিতেও রাসূল (সা.) বলেছেন, মু'মিন হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে হলে একজনের সকল কর্মকাণ্ডকে কুরআন ও সুন্নাহের বিধানের অধীন আনতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব আমলের মাধ্যমে ঈমানের দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে হবে।

তথ্য-৫

وَعَنْ اَنَسٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ قَالَ لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَلَهُ.

অর্থঃ আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন, যার ভিতর তিনি এ কথা বলেননি যে, 'খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দীন নেই।' (বায়হাকী)

ব্যাখ্যাঃ খিয়ানত করা ঈমানের দাবিবিরুদ্ধ একটি কাজ। তাই হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) (খুশী মনে) খিয়ানতকারীর ঈমান নেই বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ ঈমানের দাবিদার হলে তাকে মুনাফিক বলে ঘোষণা করেছেন।

www.pathagar.com

তথ্য-৬

عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه.

অর্থ: নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে তার মু'মিন ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা: নিজের জন্যে যা পছন্দ হয় মু'মিন ভাইয়ের জন্যেও তাই পছন্দ করা ঈমানের একটি দাবি। তাই (ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে) নিজের জন্যে যা পছন্দ করে কিন্তু মু'মিন ভাইয়ের জন্যে তা পছন্দ করে না, এমন ব্যক্তিকে আলোচ্য হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) মু'মিন নয় বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

❑❑ এ হাদীস ক'খানি এবং হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ থাকা এ ধরনের আরো অনেক হাদীসের আলোকে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, কোন একটি আমলে সালেহ ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে অর্থাৎ কোন রকম ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত ছেড়ে দিলে একজন ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি মুনাফিক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ আমল হল অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ।

❑❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে তা হলে নিশ্চয়তাসহকারে জানা ও বুঝা যায়--আমলে সালেহ হচ্ছে অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ। আর তাই ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে অর্থাৎ কোন রকম ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া কোন একটি আমল ছেড়ে দিলে মুনাফিক বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

আমলে সালেহ ছেড়ে দেয়ার কারণে গুনাহ হওয়া না হওয়া এবং হলে কী ধরনের গুনাহ হবে তা যে সকল শর্তের উপর নির্ভরশীল

ইসলামে আমলে সালেহ ছেড়ে দেয়ার পর একজন মু'মিনের গুনাহ হওয়া বা না হওয়া এবং হলে কোন ধরনের গুনাহ হবে তা নির্ভর করে তিনটি শর্তের উপস্থিতি এবং তা পূরণের ধরনের উপর। শর্ত তিনটি হল-

১. ওজর (Excuse) বা বাধ্য-বাধকতা,
২. অনুশোচনা,
৩. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা।

এ তিনটি শর্ত উপস্থিত থাকা না থাকা এবং উপস্থিত থাকলে তার ধরনের উপর ভিত্তি করে একজন মু'মিনের আমলে সালেহ ছেড়ে দেয়ার কারনে গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত অবস্থানের যে কোন একটি হতে পারে-

১. গুনাহ না হওয়া,
২. ছগীরা গুনাহ হওয়া,
৩. কবীরা গুনাহ হওয়া,
৪. মাধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) গুনাহ হওয়া ,
৫. কুফরীর গুনাহ হওয়া।

আমলে সালেহ ছেড়ে দেয়ার পর একজন মু'মিন গুনাহের উল্লিখিত চারটি অবস্থানের কোনটিতে থাকবে তা নির্ধারিত হবে নিম্নোক্তভাবে-

১. যে অবস্থায় আমলে সালেহ ছেড়ে দিলে মু'মিনের কোন গুনাহ হবে না

কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আমলে সালেহ ছেড়ে দেয়ার পর একজন মু'মিনের কোন গুনাহ হবে না যদি তার–

ক. আমলটির সমান গুরুত্বের ওজর (Excne) থাকে।
অর্থাৎ বড় আমলের জন্যে জীবন বাঁচানোর ওজর বা বড় ওজর এবং ছোট আমলের জন্যে ছোট ওজর থাকে।

খ. আমলটির গুরুত্বের সমান পরিমাণের অনুশোচনা থাকে।
অর্থাৎ বড় আমলের জন্যে প্রচণ্ড এবং ছোট আমলের জন্যে অল্প বা কিছু অনুশোচনা থাকে।

গ. আমলটির গুরুত্বের সমান পরিমাণের উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ বড় আমলের জন্যে প্রচণ্ড এবং ছোট আমলের জন্যে কিছু না কিছু উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাটি হবে নিজ দেশে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা তথা ইসলামকে শাসন ক্ষমতায় বসানোর আন্দোলনে শরীক থাকা। কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজ দেশে ইসলাম বিজয়ী না থাকার জন্যেই মু'মিনদের ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ করতে বা সহ্য করতে বাধ্য হতে হয়।

২. যে অবস্থায় আমলে সালেহ ছেড়ে দিলে মু'মিনের ছগীরা গুনাহ হবে

- ইসলামে একজন মু'মিনের ছগীরা গুনাহ হবে যদি বড় আমল ছেড়ে দেয়ার পেছনে তার–

  ক. আমলটির গুরুত্বের প্রায় সমান গুরুত্বের ওজর থাকে,

  খ. আমলটির গুরুত্বের প্রায় সমান পরিমাণের অনুশোচনা থাকে,

  গ. আমলটির গুরুত্বের প্রায় সমান পরিমাণের উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে।

- ছোট আমল অল্প বা, কিছু না কিছু ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা সহ ছাড়লে কোন গুনাহ হবে না। কারণ ঐ অল্প পরিমাণ ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা আমলটির গুরুত্বের সমান হয়ে যাবে।

৩. যে অবস্থায় আমলে সালেহ ছাড়লে মু'মিনের কবীরা (বড়) গুনাহ হবে

একজন মু'মিনের কবীরা গুনাহ হবে যদি বড় আমল ছেড়ে দেয়ার পর তার-

ক. প্রায় না থাকার মত ওজর থাকে,

খ. প্রায় না থাকার মত অনুশোচনা থাকে,

গ. প্রায় না থাকার মত উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে।

৪. যে অবস্থায় আমলে সালেহ ছাড়লে মুমিনের মধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) গুনাহ হবে

একজন মু'মিনের বড় আমল ছেড়ে দেয়ার পর মধ্যম ধরনের গুনাহ হবে যদি তার-

www.pathagar.com

ক. আমলটির গুরুত্বের মাঝামাঝি গুরুত্বের ওজর থাকে,

খ. আমলটির গুরুত্বের মাঝামাঝি পরিমাণের অনুশোচনা থাকে.

গ. আমলটির গুরুত্বের মাঝামাঝি পর্যায়ের উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে।

৫. যে অবস্থায় আমলে সালেহ ছেড়ে দিলে মু'মিনের কুফরীর গুনাহ হয়

ইসলামে একজন মু'মিনের কুফরীর গুনাহ হবে যদি–

ক. বড় বা ছোট আমল কোন ধরনের ওজর ব্যতীত তথা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া হয়,

খ. বড় বা ছোট আমল কোন ধরনের অনুশোচনা ব্যতীত খুশী মনে ছেড়ে দেয়া হয়,

গ. বড় বা ছোট আমল কোন ধরনের উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া ছেড়ে দেয়া হয়।

(এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ' নামক বইটিতে)

ইসলামে গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ

মহান আল্লাহ নিজেকে মানুষের জন্যে রাহমানুর রাহীম অর্থাৎ পরম দয়ালু ও করুণাময় বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি চান তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণপ্রাপ্ত হোক। তিনি মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতা সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত। তাই তিনি জানেন শয়তানের বা নফসের নানা ধরনের ধোঁকায় পড়ে বা না জানার দরুন মানুষ নানা ধরনের গুনাহের কাজ করবে বা করে বসবে। এ জন্যে তিনি ঐ সকল গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে বেহেশত পাওয়ার জন্যে দু'জগতেই ব্যবস্থা রেখেছেন। যথা-

ক. দুনিয়ায় গুনাহ মাফ হওয়ার ব্যবস্থা

দুনিয়ার জীবনে গুনাহ মাফ হওয়ার দুটি ব্যবস্থা আল্লাহ রেখেছেন। ব্যবস্থা দুটি হল-

১. তাওবা,

২. নেক আমল।

www.pathagar.com

❑ তাওবার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হওয়া

তওবার মাধ্যমে মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ ব্যতীত অন্য সকল ধরনের (শির্ক ও কুফরীর গুনাহসহ) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে বলে আল্লাহ কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে নানাভাবে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। আল-কুরআনের ঐ সকল বক্তব্যের একটি হচ্ছে-

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ج حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

অর্থ: অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা অজ্ঞতা বা ভুলের কারণে গুনাহের কাজ করে বসে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে নেয়। এরাই হল সে সব লোক, যাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সর্ববিষয় অভিজ্ঞ ও অতীব বুদ্ধিমান। আর এমন লোকদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই, যারা অন্যায় কাজ করে যেতেই থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন তারা বলে, এখন তওবা করছি। অনুরূপভাবে তাদের জন্যেও কোন ক্ষমা নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থেকে যায়। এদের জন্যে আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (নিসা : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এ আয়াত দু'খানির মাধ্যমে প্রথমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই সে ঈমানদারদের ক্ষমা করে দিবেন যারা অজ্ঞতা, ভুল বা ধোঁকায় পড়ে পাপ কাজ করে ফেলার সাথে সাথে তওবা করবে। অর্থাৎ খালেছ নিয়াতে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে এবং পরবর্তীতে (বাধ্য হওয়া ব্যতীত) সেই গুনাহের কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।

এরপর আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যে সকল ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অব্যাবহতভাবে গুনাহের কাজ করে যাবে এবং মৃত্যু উপস্থিত হলে তওবা করবে, তাদের তিনি ক্ষমা করবেন না। সবশেষে আল্লাহ বলেছেন, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকবে অর্থাৎ ঈমান আনবে না, তাদেরও তিনি ক্ষমা করবেন না এবং এ দু'ধরনের ব্যক্তিদের জন্যে তিনি কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

www.pathagar.com

❑❑ এ আয়াত দু'খানি এবং এ ধরনের আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তওবার মাধ্যমে তিনি মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। তবে সে তওবার বৈশিষ্ট্য হতে হবে-

১. খালিস নিয়াত,

২. মৃত্যু আসার যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে সে তওবা সংঘটিত হতে হবে। এই সময় কার জন্যে কতটুকু হবে তা মহান আল্লাহ ভাল জানলেও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে এটুকু সহজে বোঝা যায় যে, সে তাওবা হতে হবে মৃত্যু আসার অন্তত এতটুকু সময় পূর্বে যখন ব্যক্তির স্বজ্ঞানে ও স্বক্ষমতায় কোন গুনাহের কাজ সামনে আসলে তা হতে দূরে থাকার মত অবস্থা থাকে।

৩. ঐ তওবা করার পর বাকি জীবনে ইচ্ছাকৃত ভাবে আর গুনাহ করা চলবে না।

উল্লিখিতভাবে তওবা করে যারা মৃত্যুবরণ করতে পারবে, তারা নেককার মু'মিন তথা নিষ্পাপ মু'মিন ব্যক্তি হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে এবং সরাসরি বেহেশত পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হবে।

❑ নেক আমলের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হওয়া

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী নেক আমলের দ্বারা একজন মু'মিনের গুনাহ মাফ হয়। তবে সেটি কবীরা গুনাহ নয়, ছগীরা (ছোট) গুনাহ। অর্থাৎ একজন মু'মিন যেকোন একটি নেক আমল করলে তার পূর্বের কৃত (যদি থাকে) সকল ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

খ. পরকালে গুনাহ মাফ হওয়ার ব্যবস্থা

যে সকল মু'মিন (কাফির ও মুনাফিক নয়) দুনিয়ার জীবনে সকল গুনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে ব্যর্থ হবে, পরকালে গুনাহ মাফ পাওয়ার ব্যাপারে তাদের জন্যে আল্লাহ যে ব্যবস্থা রেখেছেন তা হচ্ছে 'শাফায়াত' তথা সুপারিশ। কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সহজেই বোঝা যায় যে, শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না। মধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) ও ছগীরা গুনাহ (থাকলে) মাফ হবে। দুঃখের বিষয় এই শাফায়াত সম্বন্ধেও ব্যাপক অসতর্ক ধারণা বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান এবং সেই অসতর্ক ধারণা

www.pathagar.com

মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতিও করছে। তাই শাফায়াত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি পূর্বোল্লিখিত 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' নামক বইটিতে।

'ঈমান থাকলেই সরাসরি বেহেশত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসসমূহ

চলুন প্রথমে এ ধরনের কিছু হাদীস উল্লেখ করা যাক। এ ধরনের আরো হাদীস হাদীস গ্রন্থে থাকতে পারে।

তথ্য-ক

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ.

অর্থঃ হযরত উবাদা বিন ছামেত (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ব্যতীত কোন মানুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর দাস ও রাসূল, হযরত ঈসাও ছিলেন আল্লাহর দাস ও রাসূল, তাঁর বাঁদীর সন্তানও আল্লাহর কালেমা বিশেষ যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে (প্রেরিত) রুহ এবং বেহেশত ও দোযখ সত্য, আল্লাহতায়ালা তাকে বেহেশত দান করবেন। তার আমল যা-ই থাকুক না কেন? (বুখারী, মুসলিম)

তথ্য-খ. ১

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

www.pathagar.com

অর্থঃ উবাদা বিন ছামেত (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি, যে ঘোষণা করবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল, তার জন্য আল্লাহ দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (মুসলিম)

তথ্য-খ. ২

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থঃ উসমান বিন আফফান (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এটি জেনে (বিশ্বাস করে) মৃত্যুবরণ করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে যাবে। (মুসলিম)

তথ্য- খ. ৩

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

অর্থঃ মু'আজ বিন জাবাল (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, বেহেশতের চাবি হচ্ছে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (আহমদ)

তথ্য- গ. ১

عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

www.pathagar.com

অর্থ: হযরত আনাছ (রা.) বলেন, একদিন মু'আজ বিন জাবাল একই হাওদার ওপর হুজুরের পিছনে আরোহণ করেছিলেন। এ অবস্থায় হুজুর তাঁকে ডাকলেন : 'হে মু'আজ!' মু'আজ উত্তর করলেন : হুজুর বলুন, 'আমি হাজির আছি ও (শুনতে) প্রস্তুত আছি।' আবার হুজুর ডাকলেন। 'হে মু'আজ!' মু'আজ উত্তর করলেন : 'হুজুর, আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত আছি।' পুনরায় হুজুর ডাকলেন : 'হে মু'আজ! মু'আজ উত্তর করলেন : 'হুজুর, আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত আছি।' এভাবে হুজুর তিনবার ডাকলেন এবং মু'আজ তিনবারই উত্তর দিলেন। অতঃপর হুজুর বললেন : 'যে ব্যক্তি অন্তরে সত্য জেনে এ ঘোষণা করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল-তাকে আল্লাহ হারাম করে দিবেন দোযখের জন্যে।' তখন মু'আজ আরজ করলেন : হুজুর, আমি কি লোকদের এ সুখবর দিব না যাতে তারা খুশি হয়?' হুজুর বললেন : 'না, (কারণ) তারা যদি এর ওপর নির্ভর করে (আমল ছেড়ে দিয়ে) বসে থাকে? হযরত আনাছ (রা.) বলেন: 'মু'আজ কেবল হাদীস গোপন করার অপরাধে দোষী হবার ভয়েই তাঁর মৃত্যুকালে এ সংবাদ দিয়ে যান।'

(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে দেখা যায়, মু'আজ (রা.) যখন হাদীসখানি অন্য লোকদের জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন রাসূল (সা.) তা নিষেধ করেছেন। আর এর কারণ হিসেবে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তথ্যটি এভাবে প্রকাশ বা উপস্থাপন করলে ভুল বুঝে মানুষ আমলে সালেহ ছেড়ে দিতে পারে। অর্থাৎ রাসূল (সা.) এ হাদীসে বলেছেন, ঈমানের ঘোষণার সঙ্গে সে ঘোষণার সত্যতা প্রমাণকারী আমল থাকলে ব্যক্তির জন্যে দোযখ হারাম হবে অর্থাৎ ব্যক্তি বেহেশত পাবে।

তথ্য- গ. ২

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ

www.pathagar.com

فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدْ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِي فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي قَالَ ارْجِعْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ.

www.pathagar.com

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেনঃ একদিন আমরা একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ঘিরে বসেছিলাম এবং আমাদের সহিত হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রা.)ও ছিলেন। হঠাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং এত বিলম্ব করলেন যাতে আমরা শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম, না জানি তিনি আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায়ও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলাম এবং (হুজুরের তালাশে) বের হয়ে পড়লাম। অবশ্য সকলের মধ্যে আমিই প্রথমে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং হুজুরের তালাশে বের হয়ে পড়েছিলাম। তালাশ করতে করতে আমি বনি-নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনছারীর এক প্রাচীরবেষ্টিত বাগানের নিকট পৌঁছালাম। চারদিক ঘুরে দেখলাম কোথাও কোন দরোজা পাওয়া যায় কিনা কিন্তু তা পেলাম না। হঠাৎ দেখি, বাইরের একটি কূপ হতে একটি ছোট নালা এসে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমি খুব সরু হয়ে তাতে প্রবেশ করলাম এবং হুজুরের নিকট যেয়ে পৌঁছলাম।

আমাকে দেখে (সবিস্ময়ে) হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবু হুরাইরা না কি?' আমি বললাম, জী হুজুর, আমি। তখন হুজুর বললেন : 'ব্যাপার কী? (তুমি এখানে কেন?)। আমি বললাম : হুজুর! আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন হঠাৎ উঠে চলে আসলেন এবং এত বিলম্ব করছেন যে আমাদের ভয় হয়েছে- না জানি আপনি আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এ জন্যে আমরা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং সকলের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর (তালাশ করতে করতে) এই বাগানের দিকে আসি এবং শৃগালের ন্যায় খুব সরু হয়ে এতে প্রবেশ করি। আর ঐ লোকেরা আপনার সংবাদের অপেক্ষায় আছে।

অতঃপর হুজুর (সা.) তাঁর জুতা দুটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'হে আবু হুরাইরা, (তুমি আমার পক্ষ হতে প্রেরিত হওয়ার নিদর্শনস্বরূপ) আমার এই জুতা দুটি নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে এ ধরনের যে ব্যক্তির সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হয় যে অন্তরের স্থির বিশ্বাসের

www.pathagar.com

সাথে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়, তাকে তুমি বেহেশতের সুসংবাদ দাও।' (বাইরে আসার পর) প্রথমেই হযরত ওমরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ জুতা দু'টি কেন?' আমি বললাম : এটা হুজুরের জুতা। এটাসহ তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এরূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলে, যে অন্তরে স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই বলে সাক্ষ্য দেয়-তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে। (এটা শুনে) ওমর আমার বুকের ওপর এমন ঘুষি মারলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর তিনি রাগের সঙ্গে বললেন : 'ফিরে যাও আবু হুরাইয়া!' আমি আশ্রয়ের জন্যে কাঁদতে কাঁদতে হুজুরের নিকট পৌঁছলাম। (দেখি) ওমরও আমার ঘাড়ে ছওয়ার হয়েছেন। তিনিও আমার পিছনে পিছনে এসে পৌঁছেছেন। হুজুর (আমাকে কাঁদতে দেখে) জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কী হল আবু হুরাইরা?' আমি বললাম : হুজুর, বাইরে আমি প্রথমেই ওমরকে পাই এবং যখনই আমি তাঁকে ঐ সুসংবাদ দেই যার জন্য আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমার বুকে এমন জোরে ঘুষি মারলেন যে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর তিনি (ওমর) আমাকে বললেন : 'যাও, হুজুরের নিকট ফিরে যাও!' এটা শুনে হুজুর বললেন : 'কেন এরূপ করলে ওমর?' ওমর (রা.) বললেন : 'হুজুর, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক, আপনি আপনার জুতাসহকারে আবু হুরাইরাকে কি এ জন্যে পাঠিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্তরে স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তাকে সে যেন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়? হুজুর বললেন : হ্যাঁ। ওমর বললেন : (হুজুর) এ রকম করবেন না। আমার ভয় হয়, লোকেরা শুধু এর উপর ভরসা করে বসে থাকে (এবং আমল ছেড়ে দেয়)। তাই তাদের আমল করতে দিন। রাসূল (সা.) বললেন : আচ্ছা তাদের (আমলের উপর) ছেড়ে দাও। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এখানে দেখা যায়, হাদীসখানি শুনার পর হজরত ওমর (রা.) আবু হুরাইরা (রা.) কে প্রচণ্ড ঘুষি দেন। ঘুষিটি এমন প্রচণ্ড ছিল যে, আবু হুরাইরা (রা) মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু ঐ প্রচণ্ড ঘুষি দেয়ার কারণ জানতে পেরে রাসূল (সা.) ওমর (রা.) কে বকাবকি বা ধমক তো দেননি বরং তাঁকেই সমর্থন করেছেন।

www.pathagar.com

তাই এ হাদীসখানি থেকেও বুঝা যায়, রাসূল (সা.) তাঁর ঐ কথায় (হাদীসে) আমল না করলেও চলবে বুঝাননি। তিনি বুঝিয়েছেন ঈমানের সাক্ষ্য বা ঘোষণার সঙ্গে ঐ ঘোষণার সাথে সংগতিশীল আমল থাকলে ব্যক্তি বেহেশতে যাবে।

তথ্য-গ.৩

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلاَّ لَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَ إِلاَّ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ.

অর্থ: ওহাব বিন মুনাব্বেহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই'-এই কালেমা কি বেহেশতের কুঞ্জি নয়? (সুতরাং আপনি আমলের জন্যে এত তাকিদ করেন কেন?) উত্তরে তিনি বললেন : 'নিশ্চয় (এটা কুঞ্জি); কিন্তু প্রত্যেক কুঞ্জিরই দাঁত থাকে। যদি তুমি দাঁতওয়ালা কুঞ্জি (আমলওয়ালা ঈমান) নিয়ে যাও, তবেই (বেহেশতের দরোজা) তোমার জন্যে খোলা হবে; অন্যথায় তা তোমার জন্যে খোলা হবে না। (বুখারী)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানির মাধ্যমে উপমাসহকারে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ঈমান অবশ্যই বেহেশতের চাবি। কিন্তু বিশেষ চাবি দিয়ে নির্দিষ্ট তালা খুলতে গেলে যেমন ঐ চাবির বিশেষ ধরনের দাঁত থাকা লাগে, ঠিক তেমনই ঈমানরূপ চাবি দিয়ে বেহেশতের তালা খুলতে হলে ঐ চাবির বিশেষ ধরনের দাঁত থাকতে হবে। আর ঈমানের সে বিশেষ দাঁত হচ্ছে আমলে সালেহ। অর্থাৎ যে ঈমানরূপী চাবির সাথে আমলরূপ দাঁত থাকবে না, সে ঈমান দিয়ে বেহেশতের তালা খুলবে না বা খোলা যাবে না।

এ হাদীসখানি থেকেও তাই স্পষ্ট বুঝা যায়, রাসূল (সা.) তাঁর হাদীসে শুধু ঈমানের সাক্ষ্য বা ঘোষণা দিলেই বেহেশত পাওয়া যাবে বুঝাননি, তিনি ঈমানের ঘোষণার সঙ্গে ঐ ঘোষণার সাথে সংগতিশীল আমলে সালেহ থাকলে বেহেশত পাওয়া যাবে বুঝিয়েছেন।

www.pathagar.com

হাদীসসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

❑ **হাদীস থেকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে যে বিষয়গুলো সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে–**

১. হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয় বর্ণনাধারা (সনদের) ত্রুটিহীনতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই হাদীস 'সহীহ' হলেও তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে।

২. একই বিষয়ে বর্ণনাকারী সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে রাসূল (সা.) অনেক সময় কোন বিষয়ের একটি দিক এক হাদীসে এবং অন্য দিক অন্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন। ঐ পর্যালোচনার সময় মনে রাখতে হবে–

ক. দুর্বল হাদীসকে একই বিষয়ের শক্তিশালী হাদীসের সঙ্গে সম্পূরক করে ব্যাখ্যা করতে হবে।

খ. দুর্বল হাদীসের বক্তব্য যদি একই বিষয় বর্ণনাকারী শক্তিশালী হাদীসের সম্পূরক করে কোনভাবে ব্যাখ্যা করা না যায় তবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীতধর্মী দুর্বল হাদীসকে রহিত করে দিবে।

৩. যে হাদীস কুরআনের সাথে যত বেশি সঙ্গতিশীল সে হাদীস তত বেশি শক্তিশালী।

৪. কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী কোন বক্তব্য হাদীস হতে পারে না। তা হবে রাসূল (সা.)-এর নামে অসতর্ক বা বানানো কথা।

১. 'গ' তথ্যের হাদীসসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

এ হাদীসগুলোর বক্তব্য (মতন) হচ্ছে ঈমান এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল থাকলে ব্যক্তি সরাসরি বেহেশতে যাবে। এ হাদীসগুলোর বক্তব্যের (মতন) সাথে–

ক. কুরআনের বক্তব্যের হুবহু মিল আছে। কারণ, পূর্বেই আমরা জেনেছি কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে-

❑ আমল হচ্ছে অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ।

www.pathagar.com

- ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে অর্থাৎ কোন রকম ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া একটিও আমলে সালেহ ছেড়ে দিলে মুনাফিক বলে গণ্য হবে।
- মুনাফিকের স্থান সর্বনিম্ন স্তরের দোযখ।

তাই এ হাদীসগুলো এ বিষয়ের সর্বাধিক শক্তিশালী হাদীস।

খ. পূর্বে উল্লিখিত অত্যন্ত শক্তিশালী অনেক হাদীসের বক্তব্যের সাথে হুবহু মিল আছে। কারণ, ঐ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে-

- প্রকৃত ঈমান হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী বাস্তব আমল।
- খুশি মনে একটি আমলে সালেহও অমান্য করলে ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি মুনাফিক বলে গণ্য হবে।

গ. বিবেক-বুদ্ধির সাথেও পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। কারণ, বিবেক-বুদ্ধির চিরসত্য রায় হচ্ছে-কেউ কোন বিষয় মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলে তার কাজে অবশ্যই তা প্রকাশ হবে। অর্থাৎ অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ হচ্ছে সে ঈমানের দাবি অনুযায়ী বাস্তব আমল।

❑❑ সুতরাং এ হাদীসগুলো সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হবে।

২. 'খ' তথ্যের হাদীসসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

এ হাদীসগুলোর বক্তব্য (মতন) হল 'যে ব্যক্তির ঈমান আছে সে সরাসরি বেহেশতে যাবে'। এখানে আমল থাকা বা না থাকার কথা উল্লেখ নেই।

উসূলে হাদীসের নিয়ম হল একটি হাদীস ব্যাখ্যা করার সময় ঐ বিষয়ের কুরআনের আয়াত এবং অধিক শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল করে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি তা কোনভাবে সম্ভব না হয় তবে হাদীসখানিকে অগ্রণযোগ্য বলতে হবে।

যেহেতু হাদীস ক'খানিতে আমল থাকা বা না থাকা কোনটির কথা সরাসরি উল্লেখ নেই সেহেতু ব্যাখ্যার সময় বলতে হবে- হাদীসগুলোর প্রকৃত বক্তব্য হল ঈমান ও ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল থাকলে ব্যক্তি সরাসরি বেহেশতে যাবে। রাসূল স. এখানে আমলের বিষয়টি উহ্য

www.pathagar.com

রেখেছেন। কারণ অন্য হাদীসে তিনি আমল থাকার কথাটি বলেছেন। এভাবে ব্যাখ্যা করলে এ হাদীসগুলো সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হবে।

৩. 'ক' তথ্যের হাদীসখানির গ্রহণযোগ্য পর্যালোচনা

এ সহীহ হাদীসখানির বক্তব্য হল, ঈমান থাকলে ব্যক্তি বেহেশতে যাবে তার আমল যা-ই থাকুক না কেন। অর্থাৎ হাদীসখানি বলছে যার ঈমান আছে সে ঈমানের দাবী বিরুদ্ধ কাজ করলেও তথা বড় বড় গুনাহ সহ মৃত্যুবরণ করলেও সরাসরি জান্নাতে যাবে।

এ বক্তব্য কুরআন, অন্যান্য অত্যন্ত শক্তিশালী সহীহ হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির স্পষ্ট বিরুদ্ধ। তাই হাদীসখানি সহীহ হলেও এর বক্তব্য কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অর্থাৎ এ হাদীসের বক্তব্য রাসূল (সা.) এর বক্তব্য নয়।

আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে তাহলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, 'ঈমান থাকলেই সরাসরি বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনাসম্বলিত হাদীসসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে-'ঈমান থাকলে এবং ঈমানের দাবি অনুযায়ী যথাযথ আমল করলে সরাসরি বেহেশত পাওয়া যাবে'।

সৎ বা মানবকল্যাণমূলক কাজ করা অমুসলিমদের পরকালীন অবস্থা

যে সকল অমুসলিম কিছু বা অনেক সৎ তথা মানব কল্যাণমূলক কাজ করছে, তাদের পরকালে কী অবস্থা হবে বা তারা পরকালে বেহেশত পাবে কিনা এমন একটি প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক এবং অনেকে বাস্তবে এমন প্রশ্ন করেনও। বিষয়টি পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গেও পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই এখন চলুন এ বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক-

সৎ বা মানবকল্যাণমূলক কাজ করা অমুসলিমদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

www.pathagar.com

ক. যারা ইসলামের কথা জানতে পারেনি, তাই ঈমান আনতে ও ঈমানের দাবী অনুযায়ী সৎকাজ করতে পারেনি।

খ. ইসলামকে জানতে পারা সত্ত্বেও যে অমুসলিমরা ঈমান আনেনি।

ক. জন্মের কারণে যারা ইসলামের কথা জানতে পারেনি তাই ঈমান আনতে ও ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল করতে পারেনি, এমন অমুসলিমদের পরকালীন অবস্থা

বিবেক-বুদ্ধি

বিবেক-বুদ্ধির চিরসত্য (Eternal Truth) রায় হচ্ছে-কোন ব্যক্তি যদি একটি বিষয় না জানে বা তাকে তা কোনভাবে জানানো না হয়ে থাকে, তবে তাকে ঐ বিষয়টি না করার ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

তাই বিবেক-বুদ্ধির চির সত্য রায় হচ্ছে অমুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করার জন্যে যদি এক ব্যক্তি ইসলামের কথা কোনভাবে জানতে না পেরে থাকে বা তাকে তা কোনভাবেই জানানো না হয়ে থাকে, তবে ঈমান না আনতে পারা এবং সে অনুযায়ী আমল না করতে পারার জন্যে তাকে শাস্তি দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً.

অর্থ: আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ (হক ও বাতিল জানাবার জন্যে) একজন বার্তাবাহক না পাঠাই (বনী-ইসরাইল : ১৫)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে হক ও বাতিল সম্বন্ধে কোন বার্তাবাহকের মাধ্যমে না জানিয়ে তিনি কাউকে শাস্তি দেন না। অর্থাৎ না জানার কারণে ঈমান আনতে ও আমল করতে না পারার কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া মহান আল্লাহর বিধান নয়।

তথ্য-২

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرِيْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ: আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করি নাই যতক্ষণ পর্যন্ত সতর্ককারী লোক তাদের মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের সতর্ক করেনি।(শুয়ারা : ১০৮)
ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সতর্ককারী না পাঠিয়ে তথা ন্যায় অন্যায় না জানিয়ে, অন্যায় করার জন্যে তিনি কাউকে শাস্তি দেন না।

তথ্য-৩

আল-কুরআনের অনেক স্থানে বলা হয়েছে, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কখনই সমান হতে পারে না। এই সমান হতে না পারা যেমন হবে মর্যাদা বা পুরস্কারের দিক থেকে, তেমনই তা হবে শাস্তির দিক থেকেও। তাই আল-কুরআনের এই বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায় অমুসলিম ঘরে জন্মনোর কারণে যারা ইসলাম জানতে পারেনি তাই ঈমান আনতে এবং আমলে সালেহ করতে পারেনি, আর মুসলিম ঘরে জন্মানো ও ইসলাম জানার পর যারা আসলে সালেহ করেনি তাদের শাস্তির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য হবে।

তথ্য-৪

না জানার দরুন কৃত অপরাধের জন্যে কাউকে শাস্তি দেয়া যে আল্লাহর বিধান নয়, তা আরো জানা যায় আল্লাহর দেয়া বা জানানো নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে-

১. প্রথম মানুষটিকে নবী করে পাঠানো। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রথম মানুষটিকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, কী কী কাজ করতে হবে আর কী কী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।
২. জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্যে ফরজ। আর কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্যে সর্বপ্রথম বা সবচেয়ে বড় ফরজ।
৩. দাওয়াতী কাজ করা অর্থাৎ ইসলাম সম্বন্ধে অন্যকে জানানো বা জ্ঞান দেয়া সবার জন্যে ফরজ।
৪. ইসলামের কোন একটি তথ্য জানার পর ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যকে না জানালে কঠিন শাস্তি।
৫. যুগে যুগে মানুষকে সঠিক জ্ঞান দেয়া এবং সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্যে নবী-রাসূল পাঠানো।

www.pathagar.com

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম, এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাছারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার (নবুওয়াতের) কথা শুনবে (জানবে) অথচ যার জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছি (ইসলাম) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই দোযখের অধিবাসী হবে।

(মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) অমুসলিমদের মধ্যে যারা নবুওয়াত তথা ইসলামের কথা শোনা বা জানার পর ঈমান না এনে মারা যাবে, তারা অবশ্যই দোযখে যাবে বলেছেন। তাহলে অমুসলিমদের মধ্যে যারা ইসলাম সম্বন্ধে কোনভাবে না জানা বা না শুনার দরুন ঈমান আনতে এবং ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করতে পারে নাই, তাদের অবস্থা নিশ্চয়ই ভিন্ন হবে।

তবে মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে যেখানে তথ্য বা জ্ঞান, প্রচার বা জানার উপায়ের অকল্পনীয় উন্নতি হয়েছে, সেখানে কোন ব্যক্তির পক্ষে ইসলাম সম্বন্ধে একেবারেই কিছু না জানতে পারা প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে যারা শিক্ষিত তাদের জন্য বিষয়টি ১০০% সত্য।

তথ্য-২

وَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لَّهُمْ اَجْرَانِ، رَجُلٌ اَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ .....

অর্থঃ আবু মুছা আশ্আরী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন-তিন ব্যক্তির জন্যে দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে-

ক. যে আহলে কিতাব তার নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল, অতঃপর মুহাম্মদের প্রতিও ঈমান এনেছে ... ... (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ ঐ ধরনের ব্যক্তির দ্বিগুণ পুরস্কারের কারণ হচ্ছে, অমুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করার জন্যে তার ইসলাম সম্বন্ধে জানা ও ঈমান আনা কঠিন ছিল।

www.pathagar.com

❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে তাই বুঝা যায়, অমুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করার জন্যে যে ব্যক্তি কোনভাবেই ইসলাম সম্বন্ধে জানতে পারেনি, আর তাই ঈমান আনতে ও আমলে সালেহ করতে পারেনি, পরকালে তার শাস্তি হওয়ার কথা নয়। তবে এ সুযোগ পেতে হলে তাকে অন্তত আল্লাহপ্রদত্ত বিবেককে ব্যবহার করে অর্থাৎ সাধারণ নীতি-নৈতিকতা অনুসরণ করে জীবন-যাপন করতে হবে। কারণ কুরআন ও হাদীসের তথ্য অনুযায়ী ইসলামকে জানা ও বোঝার তৃতীয় মূল উৎস হচ্ছে বিবেক-বুদ্ধি (عقل)। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?" নামক বইটিতে।

খ. ইসলাম সম্বন্ধে জানার পরও যারা ঈমান আনেনি সৎ কাজ করা এমন অমুসলিমদের পরকালীন অবস্থা

বিবেক-বুদ্ধি

ইসলাম সম্বন্ধে জানার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে যারা ঈমান আনে না, তারা সার্বিকভাবে তৌহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা সরকারকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করে। পৃথিবীর যে কোন দেশের কোন নাগরিক যদি তার সরকারকে অস্বীকার করে তবে ব্যক্তিগতভাবে সে যত সৎকাজই করুক না কেন তাকে পুরস্কারের পরিবর্তে শাস্তিই পেতে হয়।

তাহলে বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলাম সম্বন্ধে জানতে পারার পরও যে সকল অমুসলিম ইচ্ছাকৃতভাবে ঈমান আনেনি তথা আল্লাহর সরকারকে স্বীকার করেনি, তাদের সৎকাজের জন্যে পরকালে পুরস্কার না পেয়ে শাস্তিই পাওয়ার কথা।

আল-কুরআন

১৯-২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আল-কুরআনের তথ্যসমূহ থেকে পরিষ্কারভাবে জানা ও বুঝা যায়, যার ঈমান নেই (কাফির, মুনাফিক) তার কোন সৎকাজ আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। তাই ঐ সৎ কাজের জন্যে পরকালে সে কোন পুরস্কারও আল্লাহর নিকট থেকে পাবে না।

www.pathagar.com

আল-হাদীস

তথ্য-১

মাসরুক হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে জুদআস জাহেলী যুগে আত্মীয়দের সাথে সৎব্যবহার করত, মিসকিনকে আহার করাতো, মেহমানদের আপ্যায়ন করত, বন্দিদের মুক্তি দিত। আখিরাতে এগুলি তার জন্যে উপকারী হবে?' রাসূল (সা.) জবাব দেন, 'না, সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একবারও বলেনি, رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ

অর্থ: হে আমার রব, শেষ বিচারের দিন আমার ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দিও। (ইবনে জারীর)

ব্যাখ্যা: আবদুল্লাহ ইবনে জুদআস কাফির ছিল কিন্তু সে সাধারণ নৈতিকতার কিছু ভাল কাজ করত। পরকালে সে তার ঐ ভাল কাজগুলোর জন্যে কোন পুরস্কার পাবে কিনা, হযরত আয়েশা (রা.) তা রাসূল (সা.)-এর নিকট জানতে চাইলে রাসূল (সা.) বলেছেন, সে তা পাবে না। আর এর কারণ হিসেবে রাসূল (সা.) বলেছেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে আল্লাহর কাছে তার ভুল-ত্রুটি অর্থাৎ গুনাহ মাফ করার জন্যে দোয়া করেনি। অর্থাৎ রাসূল (সা.) বলেছেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে ঈমান আনেনি এবং তওবা করে তার গুনাহ মাফ করে নেয়নি।

তথ্য-২

রাসূল (সা.)-এর কোন কোন বাণী থেকে জানা যায়, কাফেরের সৎ কাজ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না ঠিকই, তবে জালেম ও ব্যভিচারী কাফিরকে জাহান্নামে যে ধরনের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, তাদের শাস্তি তেমন পর্যায়ের হবে না। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, হাতেমতাঈকে দানশীলতার কারণে হালকা আযাব দেয়া হবে। (রুহুল মায়ানী)

ব্যাখ্যা: ঐ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায়, যে সকল কাফির সাধারণ নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ভাল কাজ করবে তারা চিরকাল দোযখেই থাকবে, তবে তারা জালিম ও ব্যভিচারী কাফিরদের তুলনায় কম কষ্টদায়ক দোযখে থাকবে।

www.pathagar.com

❑❑❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে তাই স্পষ্টভাবে জানা ও বুঝা যায়, ইসলাম সম্বন্ধে জানার পরও যে সকল ব্যক্তি ঈমান আনবে না অর্থাৎ কাফির থাকবে, সৎ তথা মানবকল্যাণমূলক কাজ করলেও পরকালে তাদের দোযখে যেতে হবে। তবে তাদের দোযখের শাস্তি অন্য কাফির বা মুনাফিকদের তুলনায় কম হবে। অর্থাৎ তারা অপেক্ষাকৃত ভাল বা কম শাস্তির দোযখ পাবে।

শেষ কথা

সুধী পাঠক, বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, আমার বিবেচনায় তার প্রধান কারণটি হচ্ছে, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান থাকা ভুল ধারণা। মৌলিক জ্ঞানে ভুল রেখে কোন কাজ করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। তাই মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যে ইবলিস শয়তানের এখন আমল করতে নিষেধ করার দরকার পড়ে না। বরং বেশি বেশি করে আমল করতেই সে বলে। কারণ, ইবলিস জানে, ইসলামী জ্ঞানে অনেক মৌলিক ভুল ঢুকিয়ে দিতে এবং মুসলমানদের তা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করাতে সে সক্ষম হয়েছে। মৌলিক বিষয়ে ঐ ভুল ধারণাসমূহ মুসলমান জাতির যে ক্ষতি করেছে, করছে এবং উৎখাত না করতে পারলে ভবিষ্যতেও করবে, শত শত পরমাণু বোমাও (Atom Bomb) তা করতে পারবে না।

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি পর্যালোচনা করে ঐ ধরনের যে সকল বিষয় আমার নিকট ধরা পড়ছে জাতির কল্যাণের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যসহকারে তা তুলে ধরছি। এ কাজ করতে যেয়ে নিজের ব্যক্তিগত কোন মত কারো ওপর চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা আমার বিন্দুমাত্র নেই। তবে আমার মনে হয়, প্রতিটি বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো জানার পর ঐ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বিবেকবান ও কুরআন-সুন্নাহে বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে একটুও কঠিন হওয়ার কথা নয়।

www.pathagar.com

বর্তমান বিষয়টি কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যগুলো জানার পর সম্মানিত প্রতি পাঠকই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীন। সকল পাঠকের এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) বাদে অন্য কারো কথা বিনা যাচাইয়ে, চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়া শির্ক-এর গুনাহ। কারণ, তাতে ঐ ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করা হয়। নির্ভুলতা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সিফাত (গুণ)। আর নবী-রাসূল (আ.)গণ নির্ভুল এ জন্যে যে, তাঁদের আল্লাহ ভুলের উপর থাকতে দেননি।

সবার নিকট ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দেয়ার অনুরোধ রেখে এবং দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখকের বইসমূহ

বের হয়েছে–

❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী–

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল আ. প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ্ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ্ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা ?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের তাফসীর করা এবং তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. 'শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?

www.pathagar.com

২৮.'শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?
২৮.

প্রাপ্তিস্থান

- আধুনিক প্রকাশনী
  প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১
  শাখা অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার,
  ফোন: ৯৩৩৯৪৪২
- ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
  ১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭
- দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
  রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫
- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
  ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮
- তাসনিয়া বই বিতান
  ৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোন:০১৭১২-০৪৩৫৪০
- ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন: ৮৬২৫০৯৭
- মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
  ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬
- এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে